



217507 - কোন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়িমতের দিন তার জন্য শাফায়াত করার অনুরোধ করেছিলেন মরম্মে কোন বর্ণনা সাব্যস্ত আছে কি?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কোন সাহাবী (কয়িমত দবিসের সাথে সংশ্লিষ্ট) শাফায়াত (ইস্তিগফার নয়) তলব করেছিলেন মরম্মে সাব্যস্ত হয়েছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

একাধিক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শাফায়াত তলব করেছিলেন মরম্মে সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (১৬০৭৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনকৈ খাদমে পুরুষ কিংবা নারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদমেকে বলতেন: তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? বর্ণনাকারী বলল: একদিন সে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটা প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন: তোমার কী প্রয়োজন? সে বলল: আমার প্রয়োজন হল কয়িমতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন: কে তোমাকে এই দকি-নরিদশেনা দিয়েছে? সে বলল: আমার প্রভু। তিনি বললেন: এই প্রয়োজন ছেড়ে দেয়ার নয়। তবে অধিক সজেদা দেয়ার মাধ্যমে তুমি আমাকে সহযোগিতা কর।”।

হাইছামী ‘মাজমাউয যাওয়াদে’ গ্রন্থে (২/২৪৯) বলেন: হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহি হাদিসের বর্ণনাকারী। আলবানী ‘সলিসলি সাহিহাতে’ (২১২০) বলেছেন: এর সনদ সহি ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ]

ইমাম আহমাদ (২৪০০২), ইবনে হিব্বান (২১১) ও তাবারানী ‘আল-কাবীর’ গ্রন্থে (১৩৪) আওফ বনি মালকি আল-আশজাঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে যাত্রা বরিত করলেন। আমাদের প্রত্যেকে তার বাহনের উটের সামনের পায়ে উপর বহিঁনা পাতল। বর্ণনাকারী বলেন: আমি কিছু রাত জেগে গেলোম। জেগে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের সামনে কটে নই। তখন আমি রাসূলুল্লাহকে খুঁজতে বের হলাম। এর মধ্যে মুয়ায বনি জাবাল ও আব্দুল্লাহ বনি কায়সেকে দাঁড়ানো অবস্থায় পয়ে বললাম: রাসূলুল্লাহ কথায়? তারা



বলল: আমরা জানিনা; তবে উপত্যকার উপর থেকে একটা শব্দ শুনছি। যে শব্দটি বাহনরে জনিরে শব্দরে মত। সবে বলল: তোমরা একটু থাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। এসে বললেন: নিশ্চয় আমার কাছে আজ রাত আমায় প্রভুর পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক এসেছে এবং আমাকে দুটো বিষয়ের একটি নির্বাচন করার সুযোগ দিয়েছে: আমার উম্মতের অর্ধকে জান্নাতে প্রবশে করবে কিংবা শাফায়াত। আমি শাফায়াতকে নির্বাচন করছি। আমরা বললাম: আল্লাহর দোহাই ও সঙ্গতিবরে দোহাই দিচ্ছি: আপনি আমাদেরকে আপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না?! তিনি বললেন: তোমরা আমার শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বললেন: আমরা দ্রুত লোকদের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলোম। তারাও তাদের নবীকে হারিয়ে ভয় পয়ে গিয়েছিলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: নিশ্চয় আজ রাত আমায় প্রভুর কাছ থেকে এক আগন্তুক আমার কাছে এসে আমাকে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি নির্বাচন করার সুযোগ দিয়েছে: আমার উম্মতের অর্ধকে জান্নাতে প্রবশে করবে কিংবা শাফায়াত। আমি শাফায়াতকে নির্বাচন করছি। তারা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আল্লাহর দোহাই ও সঙ্গতিবরে দোহাই দিচ্ছি। আমাদেরকে আপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না? বর্ণনাকারী বললেন: যখন অনেকে শেরগোল করছিল তখন তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে আল্লাহর সাথে কোনে কিছুক শরীক করবে না তার জন্যই আমার শাফায়াত হবে।”[মুসনাদরে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহহি বলছেন। আলবানী ‘সহহিত তারগীব’ গ্রন্থে (৩৬৩৭) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

দুই:

এই হাদিসদ্বয়ে ও অন্যান্য হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শাফায়াত চাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তিনি যেনে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেনে যাত করে তারা তাঁর শাফায়াত পতে পারে এবং আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিনে। কেননা তাবারানীর ‘আল-কাবীর’ গ্রন্থেরে (১৩৬) রেওয়াজতে এই হাদিসটির ভাষ্য এভাবে এসেছে: “আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেনে তিনি আমাদেরকে শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেনে। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আমরা লোকদের কাছে এসে তাদেরকে জানালাম। তখন তারাও বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেনে আমাদেরকে আপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করেনে। তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।”

ইমাম আহমাদ (১৯৭২৪) একই অর্থবোধক হাদিস আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন। তাতে এসেছে: “এরপর তারা তাঁর কাছে আসতে লাগল এবং বলতে লাগল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেনে তিনি আমাদেরকে আপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেনে। তখন তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন।”

এবং যেহেতু শাফায়াতের মালিকি আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বললেন: “বলুন, সকল শাফায়াত আল্লাহর জন্য”।[সূরা যুমার, আয়াত: ৪৪] তাই আল্লাহ অনুমতি দোয়া ছাড়া কটে শাফায়াত করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বললেন: “এমন কে আছে যে তাঁর



অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে শাফায়াত করবে?”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৫] শাফায়াতের হাদিসে এসেছে: “...বলা হবে: ইয়া মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন। বলুন, আপনার কথা শুন্য হবে। আপনি প্রার্থনা করুন; আপনাকে তা দ্যো হবে। আপনি সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আমার প্রভু আমাকে যে প্রশংসাটি শিথিয়ে দবিনে সটো দ্যি়ে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি শাফায়াত করব। তিনি আমাকে একটি সীমা দ্যি়ে দবিনে। আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বরে করে আনব এবং জান্নাতে প্রবশে করাব।”[সহহি বুখারী (৪৪৭৬) ও সহহি মুসলমি (১৯৩)]

পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “নশ্চয় তোমরা আমার শাফায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত” এই সংবাদরে ভিত্তি হচ্ছে মহান প্রভুর পক্ষ থেকে ওহী। ঠকি যভোবে তিনি যাদরে জন্য প্রযোজ্য তাদেরকে জান্নাতরে সুসংবাদ দ্যি়েছেলিনে এবং অনুরূপ অন্যান্য গায়বী বশিয়ে জানান।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।